তারিখ 15 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সংবাদ

চিঠিপত্র
মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

শিক্ষকের আচরণ প্রসঙ্গে

২১-১১-২০০২ তারিখের 'সংবাদ'-এর চিঠিপত্র কলামে আনোয়ারা রহমানের ওপর উল্লিখিত শিরোনামের পত্রটি প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য তুলে ধরার জন্যই আমার আজকে কিছু লেখা। পত্রে উল্লিখিত মেয়েটির নাম (নাখলুজাতুল আকমাম) নিয়ে স্কুল শিক্ষকের মসকরা মেয়েটির জন্য যে দুঃখকর পরিণতি ডেকে এনেছে তার জন্য পাঠক মাত্রই সহানুভূতি প্রকাশ না করে পারবেন না। এমন অভিজ্ঞতা আমরা অনেকেই আমাদের জীবনে (বিশেষ করে স্কুল জীবনে) পেয়ে থাকব। সংশ্লিষ্ট স্কুল শিক্ষকটিরও হয়তবা কিছু মনে না করেই একটু নিষ্পাপ রঙ্গ করতে গিয়েছিলেন; কিন্তু তার পরিণতি মেয়েটির জন্য বড়ই দুঃখের হয়েছে। কাজেই এসব ব্যাপারে আমাদের একটু খেয়াল করেই এগুনো উচিত।

কেমন উচিত বলি। সপ্তাহ তিন আগে রাজশাহী ক্লাবে আমার তরুণ বন্ধুদের এক আলোচনায় আমি একটি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে নিয়ে পাঠকালে কান দিয়েছিলাম। তারা ইন্সিতা বহ্নি নামে এক মুসলিম মেয়ের নাম নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, এটি কি একটি মুসলিম মেয়ের নাম হতে পারে? অন্যরা বললেন, কেন? এতে আপত্তি কি আছে? মুসলিম বাঙালি ছেলে- মেয়ের নাম যে বাংলাতেই হবে এমন কোন বাধাধরা নিয়ম আছে নাকি? একজন বললেন, কেন তারেক আজিজ (ইরাকের ভাইস প্রেসিডেন্ট) খ্রিষ্টান হয়েও কি তার নাম মাতৃভাষা আরবিতে রাখেননি ইত্যাদি। সবশেষে আমি একটু মুরুব্বিয়ানা করে বললাম, কোনদিকেই খুব বেশি বাড়াবাড়ি না করে উভয় কূল কি রক্ষা করা যায় না? যেমন ধরুন, আমরা যে মুসলমান এবং বাঙালিও, এ দু'টো সত্যই কি আমাদের নামে উপস্থিত রেখে কি চলা যায় না? এই ধরুন মৃদুলা, নাসরীন; বনানী নাসরীন, অনামিকা ইসলাম, সুভাষ আহমেদ, সব্যসাচী ইসলাম, অনিরুদ্ধ ইসলাম ইত্যাদি নামে তো উভয় কূলই রক্ষা পায়। ছেলেরা সবাই মোটামুটি প্রস্তাবটা সমর্থন করল।

এখন অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি। আমাদের হাদিস শরিফে নাকি কাউকে কারাপ নামে ডাকাকে কবিরা গুনাহ বলা হয়েছে। এ নিয়ে ইংরেজিতে একটা Phrase/idioms চালু আছে। To give the dog a bad name. আমাদের স্কুলজীবনে কাউকে বদনামে ডেকে উত্যক্ত করার পরিণতি তো খুব সাংঘাতিক হতো। আমারা অনেকেই দেখেছি। তবে সময় বিশেষে এমন বদনাম নিয়ে আমরা অনেকেই হাসি-তামাসা করেছি এবং তাতে নতুন নাম পাওয়া বন্ধুরাও যোগ দিয়েছে। আমাদের ক্লাসে খুবই দুর্বল মেধার দু'ছাত্র ছিল। তাদের একজনের নাম আবুল খায়ের, অন্যজনের নাম রাম বাবু (রামু)। অঙ্কের শিক্ষক বাবু তাপস চন্দ্র দত্ত তাদের নাম দিয়েছিলেন যথাক্রমে খোদার খাসি ও ধর্মের ষাঁড়। আমরাও আমাদের মধ্যে তাদের ওই নামেই ডাকতাম। তারাও কিছু মনে করত বলে মনে হয় না। সকলেই আমোদ পেতাম; কিন্তু আমাদের গন্ডির বাইরে ওই নামে তাদেরকে ডাকলে তারা কি প্রতিবাদ করত না? অবশ্যই করত। এ কাজটি ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনতে পারত। এদের মধ্যে প্রথমজন প্রয়াত। দ্বিতীয় জন সে দেশ বিভাগকালেই (১৯৭৪) কলকাতায় চলে যায়। সেখানে মানিকতলায় তার স্টিলের ট্র্যাংক-স্যুটকেসের বিরাট ব্যবসা। বলতে গেলে কয়েক কোটি টাকার মালিক। আমি কলকাতা গেলেই তার সঙ্গে দেখা করতাম আর স্কুলজীবনে তাপস বাবুর দেয়া নাম ধরে কতই না হাস্যালাপ করতাম। এখন যদি স্যার বেঁচে থাকতেন তাহলে তোকে একবার তার কাছে নিয়ে গিয়ে বলতাম, স্যার দেখুন— আপনার সেই ধর্মের ষাঁড়ের কি পয়মন্ত অবস্থা। আর ক্লাসের সেরা ছাত্র আমি এখন কোথায়।

স্কুলের হেড মাস্টার বাবু সুরেন্দ্রনাথ তল্পাপাত্র আমাকে বিরক্ত হয়ে নাম দিয়েছিলেন সরফরাজ খাঁ। ক্লাসের সেরা ছাত্র আমি সবসময়ই স্যার কোন প্রশ্ন কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলতে থাকতাম, 'আমি বলি স্যার, আমি বলি স্যার' আর সেই কারণেই আমার এ পরিণতি। আর ক্লাসে কেন, সব ব্যাপারেই— কি খেলাধুলা, কি বিতর্ক- সর্বত্রই আমি সরফরাজ করতাম। আরও ছোটকালে ৮/১০ বছর বয়স পর্যন্ত আমার গাঁয়ের মুরব্বিরা আমাকে খ্যাটা (দুষ্টু), বাটপার ব[illegible] ডাকত। সব কাজে আমার দুষ্টুমি আর চ[illegible] কারণেই আমার এ নাম। তখন আমার অনুভূতি এতে কেমন হতো বলতে পারব না; কিন্তু ১০/১৫ বছর আগেও সেসব মুরব্বি (তারা সকলেই এখন প্রয়াত, আমি এখন সত্তর)। আমাকে গ্রামে দেখলেই প্রথম সম্ভাষণে বলতেন— কিরে তুই কি সেই খ্যাটা, বাটপার। আমি তো এতে প্রচুর আনন্দ পেতাম। আমার আফসোস যে, আমাকে আজ আর এ নামে ডাকার কেউ গ্রামে নেই।

আমি যখন রাজশাহী কলেজের ছাত্র (১৯৫১) তখন আমার এক সহপাঠী বন্ধুর নাম ছিল জিকেন আহমেদ চৌধুরী। বাংলার শিক্ষক ড. এনামুল হক সাহেব (পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক) একদিন ক্লাসে তার নাম ডেকে বললেন, এ কেমন নাম হলো। এ নামের তো কোন অর্থ নেই। তুমি নাম এফিডেভিট করে পালটে নাও। পরে বন্ধুটি তার নাম পালটে করলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আমার এ প্রয়াত বন্ধুটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে শিক্ষকতা করতেন। তার এক পুত্র (নামটা এখন আর মনে আসছে না) ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতাকালে ঢাকায় খুন হন নব্বইয়ের প্রথমদিকে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতাকালে আশির দশকে এক ছাত্র পেয়েছিলাম। তার নাম টিক্কা খান। আমি তো অবাক। এ নাম বাংলাদেশে কারো হতে পারে আমার ধারণাতীত। যা হোক এ নামে সে সর্বত্র নিন্দিত হবে। একথা বলে আমি তার নাম পালটে নেয়ার পরমার্শ দিই। সে কি করেছে জানি না।

এবারে আর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলে শেষ করি। আমাদের এখানে আমরা নিশ্চয়ই কোন ছেলের নাম এজিদ রাখব না। কারবালার যুদ্ধে মহানবীর (দ.) দৌহিত্রের করুণ পরিণতির কারণে তাকে আমরা পাপিষ্ঠ নরাধম বলে থাকি; কিন্তু তার নিজ দেশ ইরাকে এমন অনেকেরই নাম দেখতে পাওয়া যায়। সে দেশের মানুষ হোসেনের করুণ পরিণতিতে বিলাপ এবং সঙ্গে সঙ্গে এজিদকেও জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে থাকে। দেশটিতে আমার যাওয়া হয়নি। তবে কাছাকাছি কুয়েত এবং বাহরাইনে আমি অনেকদিন ছিলাম। আমার পুত্র এবং সেসব দেশের লোকজনের মুখে আমি এমনটাই শুনেছি। আসলে ইতিহাস বিশ্লেষণ নয়, বরং মীর মশারফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু পাঠই বাঙালি পাঠকের মনে এজিদ সম্পর্কে এ বিরূপতার জন্ম দিয়েছে; কিন্তু ইতিহাসের একজন অনুরাগী পাঠক হিসেবে তার সমর কৌশল এবং রাষ্ট্রনীতির প্রশংসাই করতে হয়। সকলকে খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা।

আবদুল জব্বার খান
বাতায়ন, কাজলা, রাজশাহী।